দামুড়হুদায় কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাঠ দিবস

দামুড়হুদায় রবি মৌসুমে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার দিকে লোকনাথ পুর বাসস্টান্ডে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

লোকনাথপুর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক মেম্বার আশাদুল হক সেন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার।

এ সময় প্রাধান অতিথি বলেন, লাউয়ের পাতা সবুজ ও নরম হয়। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে রোপণের ৪২-৪৫ দিন এবং ৫৭-৬০ দিনের মধ্যে ফুটে। হালকা সবুজ রঙয়ের ফলের আকৃতি লম্বা (৪০-৪৫) এবং বেড় প্রায় ৩০-৩৫ সেমি.। প্রতি ফলের ওজন দেড় থেকে ২ কেজি। প্রতি গাছে গড়ে ১০-১২টি ফল ধরে। চারা রোপণের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায়। লাউ প্রধানত শীত মৌসুমের। শীতকালে ফলন বেশি। এটি উচ্চতাপ ও অতিবৃষ্টি সহিষ্ণু ফলে সারা বছরও জন্মানো যায়। বাংলাদেশের সব এলাকায় সারা বছরই এর চাষ করা যায়। শীতকালীন চাষের জন্য ভাদ্রের প্রথমে আগাম ফসল হিসেবে চাষ করা যাবে।

১০০ গ্রাম লাউয়ে ১৫ ক্যালরি ও ০.১ গ্রাম ফ্যাট থাকে। এতে ভিটামিন সি ও সামান্য বি ভিটামিন, আয়রন, সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম ও থাকে। লাউয়ে ভালো পরিমাণে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার এবং জল থাকে। তাই লাউ পরিপাকে এবং পরিপাক সম্পর্কিত সমস্যা যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা ও এসিডিটির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, উপসহকারী কৃষি অফিসার জালাল উদ্দীন, উপসহকারী কৃষি অফিসার মুকুল হোসেন ও এলাকার নারী পুরুষ কৃষকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ফল মেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

“বছর ব্যাপী ফল চাষে, অর্থ পুষ্টি দুই-ই আসে “এই প্রতিপাদ্যে ২১-২৩ জুন তিন দিনব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ ও জেলাপ্রশাসকের উদ্যোগে ফল মেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সকালে কৃষি সম্প্রসারণের খামারবাড়ি চত্বরে এ মৌসুমি ফল মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ফলে সুঘ্রাণে মুখরিত ছিল অনুষ্ঠান স্থল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ শামসুল আলম।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

এ ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বারাদি হটিকালচারের উপপরিচালক হাবিবুল ইসলাম খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক এ কে এম কামরুজ্জামান, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাসরিন পারভীন সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক ও খামারি প্রমুখ।

এ ফল মেলায় আম, কাঠাল, আনারস, পেপে, পেয়ারা, লিচু, কলা, লটকন, জামরুল, খেজুর, ড্রাগন প্রভৃতি ফলসহ প্রায় ২০ প্রজাতির ফল প্রদর্শন করা হয়। জাঙ্ক ফুড ও অস্বাস্থ্যকর খাবার থেকে বিরত রাখা এবং পুষ্টিমান সম্পন্ন নানান ধরনের ফলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এই আয়োজন করা হয়।